দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..10 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম...৬.....

বেতাগীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

■ বেতাগী (বরগুনা) সংবাদদাতা

বরগুনার বেতাগীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার বিবিচিনি ইউনিয়নের তালগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে শিক্ষার্থীর নাম দিয়ে শিক্ষকের নিজের, তার স্ত্রী ও তার বাবার মোবাইল নম্বরে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের হিসাব খুলে এ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাত করেছেন বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরাজ করছে চরম ক্ষোভ। এ নিয়ে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদ সদস্যরা একাধিক অভ্যন্তরীণ সভা করেছেন। তদন্ত কমিটিও করা হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে। গত বৃহস্পতিবার আঃ সালাম, রিয়াজুল ইসলাম ও আবদুর রশিদের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি তদন্ত কাজ সম্পন্ন করেছে।

তদন্ত সূত্রে জানা যায়, সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেনের মোবাইল নম্বরে ১৯শ ২৪ টাকা, তার বাবা মোঃ ইসমাইলের মোবাইল নম্বরে ১৩শ ৬০ টাকা ও তার স্ত্রীর মোবাইল নম্বরে ১৬শ ৬০ টাকা এখন জমা রয়েছে। প্রধান শিক্ষক মাহামুদুল আলম ও সহকারী প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন একে অপরকে দোষারোপ করলেও দুই জনেরই যোগসাজশে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান। প্রধান শিক্ষক মাহামুদুল আলম বলেন, উপবৃত্তির কাগজপত্র তৈরি করে সেখানে সহকারী প্রধান শিক্ষক তার বাবা মোঃ ইসমাইল ও স্ত্রীর মোবাইল নম্বরের বিপরীতে হিসাব খোলা হয়েছে কি না তা তিনি যাচাই করতে পারেননি।

সহকারী প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ৩ শিক্ষার্থীর মোবাইল না থাকায় তিনি তার ও তার বাবা এবং স্ত্রীর মোবাইল নম্বর দিয়ে হিসাব খুলেছেন। তবে এক মাসের প্রশিক্ষণে থাকার কারণে টাকা দিতে পারেননি।

এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ব্যবস্থাপনা পরিষদের একাধিক সদস্য ও শিক্ষার্থীরা জানান, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর নাম ছাড়াও অন্য নামে এ উপবৃত্তির টাকা তুলে বিগত দিনে আত্মসাৎ করেছেন। এতে বঞ্চিত হয়েছেন ওই প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তিযোগ্য অসহায় ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শাহজাহান আলী শেখ বলেন, এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।